রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৪, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আইন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৫ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪০.০০.০০০০.০১৫.০০৪.৩১.২১.১০৫**—গত ২৩ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৬ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২’ প্রণয়ন করিল:

মূল্য : টাকা ২৪·০০

জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২

জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক যুগোপযোগী, বৈষম্যহীন, স্ব-উদ্যোগী ও উৎপাদনশীল পূর্ণ কর্মসংস্থান উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের সকল কর্মক্ষম কর্মসংস্থান প্রত্যাশী মানুষের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মে নিয়োগের উপায় নির্ধারণ, কর্মসংস্থান এবং কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে বেকারত্বহীন দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এ নীতির লক্ষ্য।

১.০ পটভূমি

কর্মসংস্থানের সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে গৃহীত সকল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল।

প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ জনবল শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এখন বাংলাদেশে জনমিতিক মুনাফার (demographic dividend) সুযোগ গ্রহণের মোক্ষম সময়। কর্মক্ষম এ বিপুল জনসংখ্যাকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলেই সম্ভব দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন।

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ০৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান ঘটানোর বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ছয় কোটির বেশি। দেশে কর্মক্ষম মানুষের জন্য ফরমাল সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ মাত্র ১৫ ভাগ। ইনফর্মাল সেক্টরে কাজ করে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ। জাতীয় অর্থনীতিতে এদের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক মহিলা যাদের বেশিরভাগই বেকার এবং এদের শতকরা ৩৩ ভাগ ইনফর্মাল সেক্টরে নামমাত্র পারিশ্রমিকে বা সুবিধা নিয়ে কর্মরত। দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ এবং ছদ্মবেকারের সংখ্যা সোয়া কোটি। ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১ -এর লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও পেশাদার করে গড়ে তুলে তাঁদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো অত্যাবশ্যক। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে প্রতি বছর দেশের অভ্যন্তরে ১৮.৪ লক্ষ এবং বৈদেশিক কর্মে ০৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করতে হবে ।

এমতাবস্থায়, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে কর্মপূর্ব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে কর্মকালীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে কর্মক্ষম সকল মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মে নিয়োগের উপায় নির্ধারণ এবং কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোলার জন্য করণীয় নির্ধারণ, বাস্তবায়ন কৌশল এবং বাস্তবে তার প্রয়োগের মাধ্যমে সেবা দানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করে একটি সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কর্মসংস্থান নীতি ও কৌশল প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ০৩ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব নিরসন করা সম্ভব হবে ।

১.১ প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে সকল কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মে নিয়োগের উপায় নির্ধারণ এবং কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোলার জন্য জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আইনী সমর্থন যোগানোর উদ্দেশ্যে দেশে কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত সকল আইন/বিধিমালা/নীতি/নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনে নতুন আইনী সহায়তার সুযোগ রেখে এ কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

১.২ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও কর্মসংস্থান প্রত্যাশা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণ-মানুষের অংশগ্রহণে সংঘটিত মহান মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দান করা”। সংবিধানের ১৫(খ) অনুচ্ছেদে কর্মের অধিকার নিশ্চিত করাসহ ৩৪ অনুচ্ছেদে জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ শ্রম নিষিদ্ধ এবং ৪০ অনুচ্ছেদে পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) কর্মসংস্থান ও শ্রমজীবি মানুষের উন্নয়নকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল শিক্ষানীতি প্রণয়ন। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সুপারিশ ছিল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রম বাস্তবমুখী করার জন্য শিক্ষায়তন ও সংশ্লিষ্ট কর্মপ্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে গভীর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ০১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, জাতির পিতার প্রত্যাশা পুরণ ও তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াসে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মর্যাদাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শোভন কর্মপরিবেশ তৈরী, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীল, উৎপাদন ও কর্মমুখী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই হবে এ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যাশা।

১.৩ সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা

বাংলাদেশ নারী শিক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করছে। বিসিএসসহ অন্যান্য সরকারি চাকুরির পরীক্ষাতেও তাদের ফলাফল আশাব্যঞ্জক। ১৯৮৩ সালে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ০৭ শতাংশ, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬.৩ শতাংশে। ২০১৯ সালের জুন মাসের শেষে দেশের দারিদ্র্য হার সাড়ে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৮ সালের জুন মাস শেষে এই হার ছিল ২১.৮ শতাংশ। এ দিকে ২০১৯ সালের জুন শেষে অতি দারিদ্র্য হার নেমেছে সাড়ে ১০ শতাংশে। এক বছর আগে এর হার ছিল ১১.৩ শতাংশ।

১.৪ মূলনীতি ও লক্ষ্য

কর্মসংস্থান নীতির মূল লক্ষ্য হবে জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক যুগোপযোগী, বৈষম্যহীন, অধিকারভিত্তিক, স্ব-উদ্যোগী ও উৎপাদনশীল পূর্ণ কর্মসংস্থান উৎসাহিত করা। দেশের সকল কর্মক্ষম কর্মসংস্থান প্রত্যাশী মানুষের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মে নিয়োগের উপায় নির্ধারণ, কর্মসংস্থান এবং কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে বেকারত্বহীন দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এ নীতির লক্ষ্য।

১.৫ জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২-এর পরিধি

জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২ বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল সেক্টরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১.৬ নীতি-উদ্দেশ্য

১) বাংলাদেশের সকল নারী-পুরুষের অবাধ ও পছন্দমাফিক উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান উৎসাহিত করা;

২) বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম বহুমাত্রিক দক্ষতা সম্পন্ন উৎপাদনমুখী শ্রমশক্তি গড়ে তোলা;

৩) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা;

৪) কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তন ও আত্মকর্মসংস্থান উৎসাহিত করা;

৫) প্রতিটি নারী-পুরুষের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী বৈষম্যহীনভাবে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬) অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক দলিলের আলোকে দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী শোভন কর্মপরিবেশ ও কর্মে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা;

৭) কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেবার মানসিকতা তৈরি করা;

৮) মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন গতিশীল করা;

৯) জাতীয় পর্যায়ে টেকসই কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;

১০) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিকভাবে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা ও জ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী শ্রেণি তৈরি করা এবং

১১) আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ দেশে বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

১.৭ কর্মসংস্থানের জন্য বিবেচ্য বিষয়াবলি

দেশে বেকার সমস্যা বহুমাত্রিক। এই সমস্যা মোকাবেলায় সরকারকে বহুপাক্ষিক নীতি অনুসরণ করতে হবে। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির পাশাপাশি বেকারত্ব মোকাবেলায় ক্ষেত্রবিশেষে সহায়ক নীতি তৈরী করার প্রয়োজন হবে। নীতিমালা তৈরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সক্রিয় বিবেচনায় নিতে হবে:

১) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্ধারণ

২) কর্মসংস্থানের জন্য পেশা নির্বাচন

৩) কর্মসংস্থানের সংজ্ঞা ও ধারণা: সংজ্ঞাঃ 'কর্মসংস্থান', 'কর্মক্ষেত্র', শোভন কাজ,ন্যায্য মজুরি, 'সেবাখাতে বাণিজ্য', অভিবাসী কর্মী, শ্রমিক ইত্যাদি।

৪) কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন

৫) কর্মসংস্থানের সাথে সাথে শ্রমিকের কল্যাণ/স্বাস্থ্য সেবা/সামাজিক নিরাপত্তা/পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য-শ্রমিকের কল্যাণে সংগঠন

৬) শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা

৭) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ

৮) শিশুশ্রম নিরসন

৯) অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকের নিবন্ধন

১০) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক/কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামো ও বেতন/মজুরি নির্ধারণ

১১) কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আইন ও বিধি বিধানের সংস্কার

১২) কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত বহুমুখী বিষয় বিবেচনা

১৩) আত্মকর্মসংস্থান অগ্রাধিকার প্রদান বা জোরদারকরণ

১৪) উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি জোরদারকরণ: এ কর্মসংস্থান নীতি উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করার উপর জোর দিতে হবে।

১৫) কর্মক্ষেত্র/কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: বিভিন্ন খাতের প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে কর্মসংস্থান নীতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনার আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১৬) কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন: পশ্চাৎপদ/অনগ্রসর অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রামীণ গ্রাম ও শহর উভয় শহরাঞ্চলের জন্য বিভিন্ন বিশেষায়িত কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৭) কর্মসংস্থানের জন্য কর্মক্ষম মানুষের শ্রেণিবিন্যাস: কর্মসংস্থানের সকল সুযোগ ও উপায় কাজে লাগানো এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মক্ষম মানুষের পেশাগত দক্ষতা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের জন্য কর্মক্ষম মানুষের শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে এবং কর্মসংস্থানের জন্য কর্মক্ষম মানুষের শ্রেনীবিন্যাস মোতাবেক একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে।

১৮) শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান: কর্মক্ষম মানুষের শ্রেনীবিন্যাসকৃত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ।

১৯) প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান: প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ চাহিদা ও তাঁদের উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে গঠিত মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহকে ব্যবস্থাপনায় ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ বৈষম্যহীন ও কর্মসংস্থান বান্ধব পন্থা অনুসরণে উৎসাহিত করা হবে। কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়নে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহকে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

২০) ট্রান্সজেন্ডারদের কর্মসংস্থান

২১) কর্মসংস্থানের জন্য ‘বাদ না দেয়া নীতি’ (No one left behind) অনুসরণ: কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ‘বাদ না দেয়া নীতি’ অনুসরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

২২) জাতীয় কর্মসংস্থান তথ্য ব্যবস্থাপনা: জাতীয় পরিচয়পত্রকে লিংক করে একটি সমন্বিত জাতীয় কর্মসংস্থান তথ্য ভান্ডার প্রণয়ন করা। ব্যক্তির পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

২৩) অন্যান্য আইন ও বিধিবিধানের সাথে সমন্বয় সাধন: দেশে বিদ্যমান আইনী বিধিবিধান যেন এ নীতির সহায়ক হয় এবং বিদ্যমান কোন আইন, বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে কোন কর্মসূচি বা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন যেন বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১.৮ দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে চ্যালেঞ্জ/অসুবিধাসমূহ

বাংলাদেশে দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে চ্যালেঞ্জসমূহ:

১) সেক্টর ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা;

২) প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাও সরঞ্জামাদি না থাকা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষকের অভাব বা অপর্যাপ্ততা;

৩) দক্ষ শ্রমিক তৈরিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের ঘাটতি;

৪) শ্রমিকদের শিক্ষা ও ভাষাজ্ঞানের অভাব;

৫) প্রশিক্ষণমান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকীর দুর্বলতা;

৬) সেক্টর ভিত্তিক প্রশিক্ষিত জনবলের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কিত সঠিক তথ্যের অপ্রতুলতা;

৭) নিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে যথাযথ অগ্রাধিকার প্রদান না করা;

৮) প্রশিক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংগতির অভাব;

৯) সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণঃ অনেকে মনে করেন যে, 'দক্ষতা' কর্মে নিযুক্ত হওয়ার আগে অর্জন করার মত কোন বিষয় নয়, বরং এটা কাজ করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। তাঁদের মধ্যে এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, কর্মে নিযুক্তির পূর্বে বা কর্মকালে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ/দক্ষতা অর্জন অপেক্ষা নামমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সাথে উপযুক্ত কারও তদবির বা আনুকূল্য কাজ পাওয়া বা কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে দক্ষতা অর্জনে অনীহা পরিলক্ষিত হয়;

১০) জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের উর্ধমুখী পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী দক্ষ কর্মক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলা এবং

১১) সেক্টর ভিত্তিক আধুনিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষকের ঘাটতি।

২.০ বিষয় ভিত্তিক কর্মসংস্থান নীতি

২.১ বিদ্যালয়ে শিক্ষা

১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

২) সকল পর্যায়ের শিক্ষায় আবশ্যিকভাবে বাংলা ভাষা এবং পাশাপাশি মানসম্মত ইংরেজি শিক্ষা ও ভাষার ব্যবহার চালু রাখা হবে।

৩) ক্ষেত্র বিশেষে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার আওতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে ।

৪) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করা হবে।

৫) উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগের প্রাক্কালে টেকসই ক্যারিয়ার গাইডেন্স (কর্ম নির্দেশিকা) দেয়া হবে।

৬) মানসম্মত ও কর্মমুখী শিক্ষার জন্য গ্রাম ও শহরের সর্বত্র 'একই মান ও সুবিধাদিসহ সম্বলিত' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

৭) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পরিধি ও মান বৃদ্ধি করা হবে যা কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা সমাপ্তির সাথে সাথে কর্মে নিযুক্ত হতে পারে।

৮) শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী/বৃত্তিমূলক করে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি সম্প্রসারণ (৮ম বা ১২ শ্রেণি) এবং দেশের শিক্ষার পরিস্থিতি, ন্যূনতম সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশা বেছে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও সে আলোকে প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।

৯) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফর উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষা সফরের সুযোগ বাড়ানো হবে।

১০) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের যোগসূত্র বাড়ানো হবে।

১১) মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষার সাথে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপাদান যথাসম্ভব যুক্ত করা হবে।

১২) প্রচলিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি প্রগতিশীল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হবে।

২.২ উচ্চ ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা

১) উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হবে। উচ্চ শিক্ষার প্রসারের জন্য অনলাইন শিক্ষার আওতা বাড়ানো হবে।

২) শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়বস্তু তথা কারিকুলাম কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে সংশোধন/পুণর্বিন্যাস করা হবে।

৩) শিক্ষার্থীদেরকে স্বনির্দেশিত, স্বাধীন, সৃষ্টিশীল ও প্রতিফলক চিন্তায় দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা হবে।

৪) আন্তর্জাতিক মান অর্জন ও কর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী করার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম কর্মমুখী, উন্নতমানের ও হালনাগাদ করা হবে।

৫) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শক্তিশালী করে Center for Excellence এ পরিণত করা হবে। সেই সাথে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করা হবে।

৬) শিল্প ও কর্মজগতের প্রয়োজন মাফিক তৈরী কোর্সশিক্ষা মোতাবেক পাঠদান ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হবে।

৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্মপ্রত্যাশী শিক্ষিত যুবকদের প্রত্যাশিত কাজের সুযোগ ও তাদের বিদ্যমান দক্ষতার মধ্যে ঘাটতি/অসামঞ্জস্য দুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮) উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে জটিল সম্পর্কের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণ কর্মদক্ষতা এবং ইতিবাচক কর্মনীতি (positive work ethics) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে।

৯) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নের জন্য সুযোগের সমতা অব্যাহত রাখা হবে এবং প্রবেশের পথ প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও প্রবেশের পদ্ধতি সহজতর করা হবে ।

১০) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখার গ্রহণযোগ্য মান একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরুপন, পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করা হবে।

১১) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে এবং গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার মান উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ক্ষেত্র বিশেষে ছাত্রজীবন থেকেই নির্ধারিত/বাছাই করা শিক্ষার্থীদের গবেষণায় নিয়োগের মাধ্যমে কর্মে নিয়োগের পথ উন্মোচন করা হবে ।

১২) শিক্ষাজীবনেই ছাত্রদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে Soft skill নিশ্চিত করতে হবে।

১৩) মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার সাথে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপাদান যথা সম্ভব যুক্ত করা হবে।

১৪) বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্স, পদ্ধতি ও মান উন্নীত করে শিক্ষার্থীদেরকে Industrial Attachment/Internship এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপযোগী করা হবে যেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েই দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

১৫) বিশেষায়িত পেশা তৈরিপূর্বক পেশাজীবী শ্রেণি গড়ে তোলা। কাউন্সিলরের পরামর্শ অনুযায়ী যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্বাচন করা ও অর্জিত যোগ্যতার প্রাধান্য দেওয়া।

১৬) সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্তকরণ, পাঠদান ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা নেয়া হবে ।

১৭) নীতি নির্ধারণ, গবেষণা এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য উচ্চমানের জনবল সৃষ্টি ও যোগানদানের লক্ষ্যে কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৃত্তিমূলক প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষদ স্থাপন করা হবে।

১৮) বৃত্তিমূলক কাজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রত্যয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য জাতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা যোগ্যতা ফ্রেম ওয়ার্ক National Technical & Vocational Qualification Framework (NTVQF) এবং Bangladesh Skills Qualification Framework (BSQF)-এর আওতায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হবে।

১৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কর্মজগতের সংযোগ স্থাপন করা হবে যাতে কোন কর্মীর উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য অধ্যয়নের সুযোগ খোলা থাকে আবার বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যয়নের পর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ থাকে।

২০) জাতীয় শিক্ষার মান স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে।

২১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ করার মনোভাব তৈরি ও মানসিকতা সৃষ্টিকারী প্রভাবক জ্ঞান প্রদান করা হবে এবং সে মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হবে। যোগ্যদের নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

২২) প্রয়োজন মাফিক কারিগরি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদান পদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে ।

২৩) কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দান করা হবে।

২৪) ন্যাশনাল সার্ভিসের আদলে “ইন্টার্নশিপ”-এর সুযোগ তৈরি, চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ, কর্ম-সংযোগ সেবা এবং খন্ডকালীন চাকরির পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে চালু করা হবে।

২৫) সকল কর্মক্ষেত্রে বহুমুখী দক্ষতা অর্জনের পথ সুগম করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে উৎসাহিত করা হবে।

২৬) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রম ব্যবহারে অদক্ষতা পরিহার এবং দক্ষ জনবলের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে একমুখী দক্ষতার স্থলে বহুমুখী দক্ষতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

২৭) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২৮) ডিজিটাল নিরাপত্তা ও আইসিটি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সম্ভাবনাময় নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র/প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ অবকাঠামো ও চাকরির নির্ধারিত মান প্রণয়ন করা হবে।

২৯) শ্রম বাজারের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের সকল পদের ন্যূনতম দক্ষতার মান, যোগ্যতা ও অন্যান্য মাপকাঠি নির্ধারণ করা হবে।

৩০) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের পরিবর্তনশীল আইসিটি প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনয়ন করা হবে।

৩১) উচ্চ শিক্ষা শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগের প্রাক্কালে টেকসই ক্যারিয়ার গাইডেন্স (কর্ম নির্দেশিকা) দেয়া হবে।

২.৩ ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও উপদেশ

১) কর্মজীবন নির্দেশনা ও পরামর্শ সেবা তৈরী ও প্রদানের জন্য সরকারি-বেসরকারি সেক্টরে শিল্প, মালিক ও নিয়োগকর্তাদের সংযুক্ত করা হবে ।

২) সরকারি-বেসরকারি উভয় সেক্টরের সমন্বয়ে একটি National Career Guidance Council গঠন করা হবে। কর্মজীবন নির্ধারক দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশে দিক নির্দেশনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব থাকবে উক্ত কাউন্সিলের উপর। পরিকল্পনার ভিত্তিতেই দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৩) কাউন্সিল এবং জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তরকে সংযুক্ত করে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে যাতে সকল প্রতিষ্ঠানের সেবার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। এ বিষয়ে সকল পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা হবে।

৪) সরকারি-বেসরকারি সকল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিক কর্মসূচি, কর্মমুখী শিক্ষাদান কর্মবিষয়ক তথ্য সরবরাহ পরামর্শ প্রদান কর্মে নিয়োগ শ্রম বাজার পর্যালোচনা ও সে মোতাবেক কর্মসূচি গ্রহণ দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কাজ করবে।

৫) উপযুক্ত দক্ষ জনবলের দ্বারা কাউন্সিল গঠন করা হবে এবং প্রয়োজনে কাউন্সিলকে শক্তিশালী করার জন্য এর সদস্যগণকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৬) জাতীয় কর্মসংস্থান প্রতিবেদন (ষান্মাসিক/বার্ষিক) প্রকাশ করে চাহিদা ও যোগানের তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনার আলোকে জাতীয় শ্রম বাজারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা।

২.৪ যুবকদের কর্মসংস্থান উপযোগী করে তোলার কার্যক্রম

১) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও তা কাজে লাগানোর জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

২) শোভন কর্মক্ষেত্র (Decent Work)-এর সন্ধানে যুবকদের যেন সময় নষ্ট করতে না হয় তার জন্য কর্মক্ষেত্র উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

৩) চাহিদা ও যোগান দানকারী পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৪) দেশের সকল জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কর্মসংস্থান সেবার দপ্তর চালু করা হবে যারা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, দিক নির্দেশনা পরামর্শ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সেবা প্রদান করবেন।

৫) প্রশিক্ষিত মেধা সম্পন্ন যুবগোষ্ঠীকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বেসরকারী সেক্টরে কাজে লাগানোর দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

৬) শ্রম বাজার গতিশীল করার জন্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং কর্মে যুবকদের নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধি করা হবে । নিয়োগ পরবর্তী কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

৭) কর্মসংস্থান সেবা প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি দপ্তরে নিবন্ধিত করা হবে এবং তাদের কাজের মান ও পরিমাণ তদারকি করা হবে।

৮) শিক্ষার্থীদের ইপ্সিত পেশা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে তাদের সে পেশা/বৃত্তি/কর্মের জন্য উপযুক্ত করে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৯) অনগ্রসর ও স্বল্পসুবিধাপ্রাপ্ত এলাকায় কর্মের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বড় শিল্পের যোগান প্রদানের জন্য কাজে লাগানোর বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে।

১০) প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত যুবশ্রেণির কর্মসংস্থান ও তাদের কর্ম উপযোগী করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১১) সারা দেশে কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে তালিকাভূক্ত করা হবে এবং কর্মস্তর ও সেক্টরভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে।

১২) কর্ম উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য কর্মপ্রত্যাশীদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।

১৩) সরকারি-বেসরকারি সকল সেক্টরে কাজের স্থায়িত্ব/নিরাপত্তা/বেতনভাতা/সুযোগ সুবিধার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।

১৪) আকর্ষণীয় কর্মের সুযোগ সৃষ্টিকারী বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

১৫) যে সকল বাধা কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কর্ম হতে দূরে রাখে তা অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে।

১৬) শ্রমের ন্যূনতম মান রক্ষা করা এবং শ্রমের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

১৭) দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে এবং প্রশিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২.৫ বিজ্ঞান/প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী দক্ষতা

১) বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানে বিশেষ ব্যবস্থায় বেতন/ভাতা/ সুযোগসুবিধা নির্ধারণ করা হবে। নির্ধারিত পেশায় নিবেদিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে যোগ্য পেশাজীবীদেরকে সে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। এ ধরণের বিশেষায়িত পদে নিয়োগ ও তাদের পেশাদারী কর্মকান্ড পক্ষপাতহীনভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

২) উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ কাজে ধরে রাখার জন্য প্রণোদনা পূর্ণ ও লক্ষ্যভিত্তিক ত্বরিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩) উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট সকলে সহায়তা ও প্রাধিকার প্রদান করবেন। প্রয়োজনে তাদেরকে 'বিশেষ শ্রেণীভূক্ত' করা হবে।

৪) বিদেশে কর্মরত এ ধরণের বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে দেশেই আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশে এসে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে ।

৫) বিশেষজ্ঞদের অবসরের সময়সীমা কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে পক্ষপাতহীনভাবে সরকার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করবে।

৬) বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কাজের চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশল ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃত চাহিদা নিরুপন, উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্যানেল তৈরী, দক্ষ জনবল সৃজন এবং তাদের নিয়োগ ও সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ কর্মসংস্থান কৌশলপত্রের অংশ হবে।

৭) উপযুক্ত কোন মন্ত্রণালয় এ কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কৌশলপত্রের আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

৩.০ সেক্টর ভিত্তিক কর্মসংস্থান নীতি

৩.১ সাধারণ প্রস্তাবনা

১) বড় বড় প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। কর্মসংস্থানের বিষয়টি সকল প্রণোদনার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। যে কোন বিনিয়োগ প্রস্তাবে বিনিয়োগ কারীদের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি একটি আবশ্যকীয় মানদন্ড হিসেবে গণ্য হবে।

২) শিল্পে প্রণোদনা নীতিতে কর্মসংস্থানের উপর সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রভাব বিবেচনা করা হবে। আমদানী-রপ্তানীতে কর মওকুফ বা অন্য প্রণোদনার কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা কর্মসংস্থানে সহায়ক কিনা তা বিবেচনা করা হবে।

৩.২ কৃষি খাত

১) কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় সেক্টর হিসাবে কৃষিতে যুবকদের আকর্ষণ করা ও আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রচলিত পুরোনো পদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক যান্ত্রিক ও অধিক উৎপাদনশীল প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহিত করা হবে।

২) খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের দিক বিবেচনায় রেখে কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং এ খাতে মানুষের সম্পৃক্ততা ধরে রাখার জন্য প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩) কৃষি খাতকে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি, উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন এবং পণ্যের মূল্য সংযোজনের বিভিন্ন স্তরকে কৃষি বান্ধব করার জন্য সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করা হবে।

৪) বিশেষ করে গ্রামের মহিলা ও যুবকদের কৃষিকর্মে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে পণ্য ভিত্তিক নিবিড় উৎপাদন এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার স্থাপন ও পরিচালনায় উদ্যোক্তা তৈরি, কারিগরী সুযোগ প্রদান, মূলধন সহযোগিতা ইত্যাদি প্রদান করা হবে।

৫) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, ফলন পরবর্তী অপচয় রোধ এবং অপর্যাপ্ত মূল্য প্রাপ্তির ঝুঁকি থেকে কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের মুক্ত করার জন্য ভর্তুকি প্রদান, ভর্তুকিমূল্যে কৃষি উপাদান ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করণ শিল্পস্থাপন এবং বাজার ব্যবস্থা বাধা মুক্ত করা হবে।

৬) উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সহায়ক ক্ষুদ্র মেশিন টুলস প্রস্তুতকারী উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৭) পশ্চাৎপদ অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন বিশেষায়িত কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ এবং সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে এ সকল কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে।

৮) অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রসমূহ সচল রাখতে ভাসমান শ্রমিকদের Reserved Pool ধারণার বিকাশ সাধন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩.৩ উৎপাদন খাত

১) বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়ন গতিশীল করা আঞ্চলিক উন্নয়ন ইত্যাদির চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে উৎপাদন খাতের জন্য নীতি নির্ধারণ করা হবে। এ খাতের উন্নয়ন প্রাতিষ্ঠানিক ও শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

২) অসংগঠিত উৎপাদন খাতে শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় প্রকার উৎপাদন সেক্টরে কর্মীদের উপযুক্ত আয়/মজুরি, কর্মপরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩) উৎপাদন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের হার বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।

৪) শ্রমঘন শিল্প, যথা: বস্ত্র/পাটশিল্প, চামড়া শিল্প, খাদ্য ও পানীয় শিল্প হস্তশিল্প, চা শিল্প, রাবার শিল্প, কাঠ শিল্প ইত্যাদি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫) উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, রপ্তানির সম্ভাব্যতা যাচাই এবং রপ্তানির প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৬) বিদ্যমান উৎপাদনমুখী শিল্পের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে উচ্চমূল্য সংযোজনের মাধ্যমে (Designing, Marketing) উচ্চ আয়সম্পন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে, যাতে শ্রম উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়।

৭) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে ক্ষেত্রভিত্তিক বিশেষায়িত শ্রমশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে শ্রমশক্তি রপ্তানি করা।

৩.৪ পর্যটন খাত

১) পর্যটন শিল্প ও হোটেল ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পেশাদারি উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টির বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২) পর্যটন শিল্পে বিশ্ব মানের সেবা নিশ্চিত করার জন্য জনবল তৈরি ও সেবা ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে বেসরকারি খাতকে বিশেষ প্রণোদনা ও নীতিগত সমর্থন প্রদান করা হবে।

৩.৫ আইসিটি ও বিপিও ব্যবহার

১) আইসিটি ব্যবহার ও আইসিটি সমর্থিত খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং পিপিপি (Public Private Partnership) এর আওতায় প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।

২) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে উচ্চমূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৩) দেশের শিক্ষিত বেকারদের তাৎক্ষণিক স্বল্প সময়ে কর্মে নিয়োগ এবং পরবর্তী কর্মসংস্হানের জন্য যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে এ সেক্টরে কাজ করার জন্য উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চলাকালেই পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে।

৪) আইসিটি সেক্টরে কাজ করার জন্য বুদ্ধিভিত্তিক কর্ম দক্ষতা (Soft Employment Skills) ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং পেশা ভিত্তিক (Business Focused), বাস্তব সমস্যা সমাধানে দক্ষ ও ভাষায় পারদর্শী জনশক্তি গড়ে তোলার উপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৫) আইসিটি ও বিপিও সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন করা হবে।

৬) বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধিত করে তাদের সাথে সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবার সমন্বয় সাধন করা হবে।

৭) দেশি-বিদেশি আইটি সমস্যা সমাধান ও আইটি পণ্য উৎপাদনে সক্ষম দেশীয় আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হবে। বড় প্রতিষ্ঠান গড়তে সহায়তার জন্য বিনিয়োগ তহবিল প্রতিষ্ঠায় সরকার সহায়তা করবে।

৮) আইসিটি সেক্টরে বিনিয়োগকারীদের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে ।

৯) আইসিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত আইসিটি পণ্য/সেবা রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা দেয়া হবে।

১০) বিপিও-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান সহ সরকারি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১) পরিবর্তনশীল আইসিটি প্রযুক্তি বিষয়ে দ্রুত সময়ে খাপ খাওয়ানো এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১২) সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হবে।

৩.৬ স্বাস্থ্য সেবা

১) সমীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংখ্যা ও মান বিষয়ক তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে।

২) চাহিদার সাথে সংগতি রেখে স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৩) স্বাস্থ্যসেবা শুধু মাত্র কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নয় এটি একটি মানবিক সেবাদান ক্ষেত্র। সুতরাং স্বাস্থ্যসেবায় কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে।

৪) সেবার মান বজায় রেখে বেসরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন উৎসাহিত করা হবে। পক্ষপাতহীন ও নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সকল সেক্টরে পদোন্নতির ধারা সুনির্দিষ্ট করা হবে।

৫) জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য ভাণ্ডারের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষায়িত দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে।

৩.৭ বন্দর ও নৌ পরিবহন সেক্টর

১) বন্দর ব্যবস্থাপনা ও নৌপরিবহন সেক্টরে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

২) বন্দর ব্যবস্থাপনা ও নৌ-পরিবহন খাতে কাজের সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে গণ অবহিতকরণ কর্মসূচি নেয়া হবে।

৩.৮ পরিবেশ বান্ধব কর্ম

১) সকল সেক্টরের কর্মক্ষেত্র পরিবেশ বান্ধব করার জন্য সাধারণভাবে সকলকে মৌলিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তারা কর্মক্ষেত্রকে পরিবেশ বান্ধব কর্মক্ষেত্রে রুপান্তর করার প্রয়াস গ্রহণ করে ।

২) পরিবেশবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রতিবেশ অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন, ঝুঁকি নিরুপন, জ্বালানী দক্ষতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং সর্বোপরি পানি ও মৃত্তিকা সম্পদের মত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই ব্যবহারের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা ও সচেতনতা অর্জনের জন্য সকলকে শিক্ষা প্রদান করা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের সুযোগ ও মাত্রা বৃদ্ধি করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য মূল্যায়ন ও মনিটরিং-এর বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করা হবে।

৩) পরিবেশ বান্ধব শ্রম বাজারের বিষয়ে সমীক্ষা, সম্ভাব্যতা যাচাই, উপযোগিতা ও অর্থনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কর্ম উৎসাহিত করা হবে।

৪) পরিবেশ বান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে ।

৩.৯ অবকাঠামোতে বিনিয়োগ

১) দেশে অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা, আর্থিক-কারিগরি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশে এবং বিদেশে মানসম্পন্ন কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশীয় নাগরিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে আর্থিক ও পদমর্যাদাগত বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে ।

২) স্থানীয় পর্যায়ের সম্পদ দ্বারা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় জনবল নিয়োগের উপর জোর দেয়া হবে।

৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কর্ম সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানোর জন্য সম্পদ সৃষ্টি ও সম্পদের ব্যবহার বিধি উন্নয়নের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে।

৪) শোভন কর্মপরিবেশ তৈরীতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৩.১০ কলা, সংগীত ও সৃষ্টিধর্মী শিল্প

১) শিল্পকলা ও সৃষ্টিধর্মী শিল্পে নীতি নির্ধারণ এই ধারণার ভিত্তিতে হবে যে, একটি সৃষ্টিশীল জাতি বিনোদন, জনগণের মনোভাব প্রকাশ করা, বর্ণনা করা, অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সৎসাহস যোগানো, দেশজুড়ে উদ্ভাবনী পরিচর্যা এবং অধিকতর উৎপাদনশীলতার অবদান রাখার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক সমাজ এবং অধিক প্রকাশমান ও প্রত্যয়ী নাগরিক উপহার দেয়।

২) জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সৃষ্টিশীল মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রণোদনা প্রদান এবং মেধাবৃত্তি প্রদান করা হবে যাতে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত না হয়।

৩) বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধা অনুসন্ধান এবং শিল্পকলা, সাহিত্য সংগীত ও সৃজনশীল শিল্পে তাদের জীবনধারা (Career) নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সম্পদের সমাবেশ করা হবে।

৩.১১ অন্যান্য সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্র

১) শিল্প-বাণিজ্য ও সেবার প্রসার ঘটানোর জন্য ব্যাপক যোগাযোগের ভিত্তি রচনা ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য নিজেদের তৈরি করতে দেশে পেশাদার ব্যবস্থাপক, পেশাজীবী, কারিগর সেবাকর্মী এবং কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। বিশেষায়িত এক কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য সকল পর্যায়ে শিক্ষা ও দক্ষতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে ব্যক্তি বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে । বাছাইকৃত দক্ষ জনবল উপযুক্ত সকল স্থানে পদায়ন করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিয়োগে পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

২) বিশ্বে অর্থনৈতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মেধাকেন্দ্রে পরিণত হওয়া দেশের (যেমন-সিঙ্গাপুর) অনুসরণে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক মেধাচর্চা কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য দেশে মেধা সমাবেশ ঘটানোর জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা উৎসাহিত করা হবে।

৩) দক্ষ জনবল সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী শিক্ষাসহ কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.১২ অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান

১) কর্মসংস্থান প্রসারের কৌশল হিসেবে বিশেষ উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার বিষয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২) যে সকল ব্যবসায়িক উদ্যোগ কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত হবে সে সব উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদান, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে পরামর্শদান এবং সাময়িক অর্থনৈতিক উত্থানপতন প্রসূত ঝুঁকির জন্য বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩) বেসরকারি সেক্টরের সংগঠনসমূহের সাথে সরকারি উদ্যোগের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করা হবে।

৪) স্কুল কলেজ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে ঝরে পড়া যুবক/যুবতীদের কর্ম উদ্যোগ সৃষ্টিকল্পে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (যেমন: কর্মসংস্থান অধিদপ্তর) প্রয়োজনীয় সকল পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। সেবাগুলো হবে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্ব-কর্ম উদ্যোগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও মনোবল জোগানোর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ, তথ্য সরবরাহ, মেন্টরিং, প্রশিক্ষণ পরবর্তি সেবা ইত্যাদি।

৫) ব্যবসায়িক/উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলী, আয়কর ও মূল্য-সংযোজন কর ইত্যাদি পরিশোধ সংক্রান্ত জটিলতা ও হয়রানী দূর করা হবে। শ্রমিকের প্রাপ্য সুবিধা প্রদান এবং মালিকের জন্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সুবিধা অসুবিধার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিধিগত সংস্কার করা হবে।

৬) ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণীয় শর্তে ঋণ ও ব্যবসা স্থাপন সেবা প্রদান করা হবে। তবে কর্ম ক্ষেত্রে নিরাপত্তা মান বজায় রাখা সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতার শর্ত বলে গণ্য হবে ।

৭) ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা হবে, যা ব্যবসা স্থাপন সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং-এ সহায়ক হবে।

৮) শিল্প এলাকাসমূহে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সমর্থন যোগানো হবে যা শ্রমউদ্বৃত্ত এলাকা হতে শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকদের অবস্থান নিশ্চিত করবে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সহায়ক হবে।

৯) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকার পরও ব্যবহারিক বাস্তব জ্ঞান না থাকার জন্য কর্মে নিযুক্ত হতে অপারগদের উপযুক্ত কর্মপূর্ব সংযুক্তির ব্যবস্থা করা হবে।

১০) উৎপাদনশীল কাজে দীর্ঘসময় ধরে রাখার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সেবা ও কল্যাণমূলক সকল সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা হবে যাতে তাদের কার্যকর কর্মকাল কমে না যায়।

১১) শোভন ও মানসম্মত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে যাতে শ্রমিকদের স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় অবস্থান নিশ্চিত হয়।

১২) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়াদের জনশক্তিতে রুপান্তরের জন্য বিকল্প পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা প্রদান করা হবে (যেমন- দূরশিক্ষণ, বৃত্তি প্রদান, খন্ডকালীন কর্মসংস্থান ইত্যাদি)।

১৩) অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের আশপাশের এলাকাগুলোতে 'অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৩.১৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

১) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নীতির অনুসরণে কর্মসংস্থানের অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে এ ধরণের শিল্প স্থাপনের সহায়তাদান ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে।

২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সেক্টরে শ্রমিকদের কর্মে বহাল থাকার ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার অস্থিতিশীলতা/উচ্চমাত্রার আন্তঃপ্রতিষ্ঠান গমনাগমন ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাজনিত কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করা হবে। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ও নিবেদিত শ্রমিকদের তথ্যভান্ডারসহ একটি পুল গঠন করা হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সুষম সুযোগ-সুবিধা প্রদান, শোভন কর্মপরিবেশ তৈরি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা হলে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা হ্রাস ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদেরকে সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৩) সরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন: ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংগঠন) মাধ্যমে SME-কে মেধা-সত্ব সম্পর্কিত সেবা যথা ওয়েবভিত্তিক সার্বিক তথ্য সরবরাহ ও মেধাসত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক পরামর্শ প্রদান এবং উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বিধিগত বাধা অপসারণ করা হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ও দুর্বহ বিধিগত ও প্রশাসনিক বিধান সংস্কারপূর্বক সহজতর করা হবে। অবাধ্য ও অদক্ষ শ্রমিকদের অপসারণের বা তাদের বিরুদ্ধে অন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণে বিধানাবলীর প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে।

৫) কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে এসএমই-কে শক্তিশালী করা, তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের ঋণ সহায়তা, কারিগরি সহায়তা ও পণ্য বাজারজাতকরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬) এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মী প্রস্তুত ও তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও হালনাগাদ রাখা এবং শিক্ষা ও বাস্তব কর্মক্ষমতার মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান দূরীকরণে বিশেষ লাগসই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৭) উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য চলমান সকল প্রকল্প ও কৌশল ব্যবহার এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হবে।

৮) শ্রম বাজারের কোন ইস্যু/বিষয় এসএমই বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে প্রতীয়মান হলে তা বিশ্লেষণ করে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯) অর্থনৈতিক অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে সরকার উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করবে।

৩.১৪ আত্ম-কর্মসংস্থান

আমাদের শ্রমশক্তির মাত্র সামান্য অংশ মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিযুক্ত এবং সকল কর্মক্ষম জনবলকে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে ব্যপৃত করা অসম্ভব। আত্ম-কর্মসংস্থান এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন উদ্যোক্তারা। এর জন্য চাই সহায়ক নীতিমালা ও প্রতিবন্ধকতাবিহীন উপযুক্ত পরিবেশ। সুতরাং উদ্দোক্তা সৃষ্টি, কর্মক্ষম জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, পণ্য বিপণন, ঋণ সুবিধা প্রসারণ, সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রতিবন্ধকতাবিহীন উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষি, মাৎস, প্রাণিসম্পদ ও তৎসম্পর্কিত কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অকৃষি পণ্য উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা হবে।

৪.০ সাধারণ নীতি

৪.১ ঝুঁকিপূর্ণ, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

১) দেশের সকল ঝুঁকিপূর্ণ, প্রতিবন্ধী এবং অঞ্চলভিত্তিক বা জাতিগতভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে। এ তথ্যভাণ্ডার তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং যোগ্যতা ও দক্ষতা সংক্রান্ত সকল উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হবে। (যেমন: আগ্রহ, জ্ঞান, মেধা, শারীরিক-মানসিক, প্রতিবন্ধকতার বিবরণ, সৃজনশীলতা, চাহিদা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা বিশেষ সক্ষমতা, মানসিক তৎপরতা ইত্যাদি)

২) ঝুঁকিপূর্ণ, প্রতিবন্ধী এবং অঞ্চলভিত্তিক বা জাতিগতভাবে পশ্চাৎপদ/অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত বিশেষ কর্মসমূহের তালিকা এবং ঐ কর্মে তাঁদের নিযুক্ত হওয়ার শর্তাবলী নির্ধারণ করে শোভন কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা হবে যাতে তাদের দ্বারা সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করা ও বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৩) তাঁদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টির সমর্থনে নিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা, (কর অব্যাহতি, আর্থিক সহায়তা, ভৌত সুবিধার উন্নয়ন), বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪) চিহ্নিত পশ্চাৎপদ/অনগ্রসর অঞ্চলে শ্রমঘন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রণোদনামূলক নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৫) বাল্যবিধবা ও সহায়-সম্বলহীনদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৬) বিশেষ ধরনের সেবা উন্নয়ন ও ব্যবসার মাধ্যমে কর্মের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) ও সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা হবে।

৭) ঝুঁকিপূর্ণ, প্রতিবন্ধী এবং অঞ্চলভিত্তিক বা জাতিগতভাবে পশ্চাৎপদ/অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য জাতীয়/আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৮) সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী শিক্ষা প্রদান, সমন্বিত বহুমুখী সহযোগিতা সমন্বয় এবং দুস্থ ও অসহায় পরিবারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন ও শিশুশ্রম নিরসন করা হবে।

৯) ঝুঁকিপূর্ণ, প্রতিবন্ধী এবং অঞ্চলভিত্তিক বা জাতিগতভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কর্মে নিয়োগের প্রয়োজনে নিয়োগকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি ও শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সচেতন করা হবে।

১০) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা জরিপ ও শ্রম জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে কর্মমুখী বিশেষ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, আয়বর্ধনমূলক বিশেষায়িত কর্মসূচি গ্রহণ এবং স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত এ সুবিধা অব্যাহত রাখা হবে। সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে এ সকল কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে।

১১) সরকারি বনভূমি, জলাভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষায় টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়তে বিশেষ ধরনের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও তাঁদের ক্ষমতায়ন করা হবে। সম্পদের টেকসই সংরক্ষণ কাজে এর উপর ঐতিহ্যগতভাবে নির্ভরশীল জনগণকে সম্পৃক্ত করে সম্পদের পরিমিত ভোগের মাধ্যমে তাঁদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। যেমন: জলাশয়গুলোতে জেলেদের কর্মসংস্থান, বনাঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, সরকারি ভূমিতে বনায়ন/সেবাদান (খেয়া ঘাট, ফেরি, হাট-বাজার, খুটগাড়ি) কাজে সাধারণ মানুষের সামাজিক অংশগ্রহণ।

৪.২ পাবলিক সার্ভিসে কর্মসংস্থান

১) জনসংখ্যা, পেশা, বৃত্তি, শিল্প-বাণিজ্য সেক্টর, সমাজসেবা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল কাঠামো তৈরি করে তদনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হবে।

২) সরকারি চাকরিতে উপযুক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা সম্পন্ন মেধাবীদের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৩) কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনের পথ উন্মুক্ত করা হবে এবং পেশাদার কর্মচারীদের সততা, দায়িত্ববোধ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদ-পদোন্নতির মাধ্যমে প্রণোদনা দিয়ে সেবার মান/কর্মে অবদানের মান অক্ষুণ্ন/অনমনীয় রাখার পরিবেশ ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করা এবং বজায় রাখা হবে।

৪) জনপ্রশাসনের সকল সেক্টরে সুনির্দিষ্ট কাজে পরিকল্পিতভাবে পেশাদারদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিযুক্ত করা ও নিয়োজিত রাখা হবে যাতে সঠিক মানের জনসেবা নিশ্চিত করা যায়। এতদুদ্দেশ্যে গণকর্মচারীদের উপযুক্ত দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ এবং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

৫) সরকারি চাকরিতে প্রণোদনার মান ও পরিমাণ সেই পর্যায়ে রাখা হবে যার দ্বারা মেধাবীরা এতে অংশগ্রহণে আকৃষ্ট হয়।

৬) জনসাধারণের প্রতি সেবার মান ও পরিমাণ উন্নত করার জন্য সুশাসনের ভিত্তিতে কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

৭) সরকারি চাকরিক্ষেত্রে আর্থিক ও নৈতিক সততা, মূল্যবোধ এবং দক্ষতা, যোগ্যতা হবে পদ-পদায়ন ও পদে অধিষ্ঠিত থাকার মূলভিত্তি।

৪.৩ লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং মহিলাদের সম-সুযোগ নিশ্চিতকরণ

১) মহিলাদের কাজে নিয়োগের বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যে সুনিয়ন্ত্রিত শিশু ও বৃদ্ধ সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

২) মহিলাদেরকে নমনীয়/পরিবর্তনযোগ্য অফিস সময় প্রদানে নিয়োগকর্তাদের উৎসাহিত করা হবে। খন্ডকালীন কাজের সুযোগ দান ও অনলাইনে ঘরে বসেও সেবা দেওয়া যায় এমন কর্মে মহিলাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

৩) শিক্ষকতা, আইটি সেক্টরে কাজ, সেবিকা সেবা ইত্যাদি কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪) নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য ঋণদান, মূল্যায়নভিত্তিক প্রণোদনা এবং প্রযুক্তি ব্যবসা ও বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হবে।

৫) কর্মজীবি মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত, দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও কর্মস্থলে অবস্থানকালে নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬) কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

৭) সংসারে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

৮) আইন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী পুরুষ কর্মীদের সমান কাজের জন্য সম মজুরি নিশ্চিত করা হবে।

৯) জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেক্টর যথা: পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা, আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, বিচার, শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদিতে মহিলাদের নিয়োগ ও কর্মপরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০) জাতীয় অর্থনীতিতে মহিলাদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১১) অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

৪.৪ শ্রমবাজার গবেষণা, তথ্য-উপাত্ত এবং কর্মসংস্থান সেবা

১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক সম্পাদিত Labour force survey (LFS)-এর উপাত্ত শ্রমের চাহিদা ও যোগানের প্রাথমিক উৎস হিসাবে গৃহীত হবে। এছাড়া সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে করা বিশেষ জরিপের উপাত্ত ও ফলাফল এর যথার্থতা যাচাই সাপেক্ষে নীতি নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হবে ।

২) দেশে-বিদেশে শ্রম বাজারের বিভিন্ন সূচকে অবস্থান জানার জন্য সময়ে সময়ে সার্বিক বা খাতভিত্তিক জরিপ বা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। দেশে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে সংশ্লিষ্ট যেকোনো দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা পরিচালনা করতে পারে।

৩) জরিপ বা সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এর গোপনীয়তা ও সঠিকতা অক্ষুণ্ন রেখে নীতি নির্ধারক ও অন্যান্য দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

৪) শ্রম বাজার সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মসংস্থান সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর/অধিদপ্তর-এ সংরক্ষিত থাকবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর সেবা প্রত্যাশীদের নিবন্ধন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মসংস্থানের জন্য যোগ্য জনবল গড়ে তোলা ও কর্মে নিযুক্তিসহ এ সংক্রান্ত সকল সেবা প্রদান করা হবে।

৫) কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থান সেবার গতি-প্রকৃতি, চাহিদা ও যোগান ইত্যাদি নিয়মিত বিশ্লেষণ এবং এ সম্পর্কিত সেবা প্রদানের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৬) প্রতি ৫ বছর অন্তর চাহিদা অনুযায়ী দেশ ও বিদেশের জন্য শ্রম বাজারের তথ্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি করা হবে।

৪.৫ সামাজিক সংলাপ ও শ্রম সম্পর্ক

১) সুস্থ শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ এবং শ্রম অসন্তোষ প্রশমন ও বিরোধ প্রতিরোধ ও নিরসনের জন্য মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক জোরদার করা আবশ্যক। প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর-এর জন্য কাজ করবে।

২) শ্রম অধিকার নিশ্চিতকরণ, শোভন কর্মপরিবেশ তৈরি, নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির জন্য প্রচলিত আইন ও বিধির আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৬ শ্রমের মজুরি

১) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নারী-পুরুষ সকল শ্রমিকের শোভন কর্ম ও জীবিকা নিশ্চিতকরণের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখার জন্য সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সৃজিত নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২) শ্রমের মজুরি না দেয়া অথবা মজুরি প্রদানের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রচলিত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৩) উৎপাদনশীলতা ও পারদর্শিতা, জীবন যাত্রার ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনায় শ্রম মজুরি নির্ধারণ ও এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে মালিক-শ্রমিক আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

৪.৭ সামাজিক সুরক্ষা

১) সার্বিকভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম মান সংক্রান্ত (MSPF) আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী সমন্বিত নীতি গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশে প্রচলিত সকল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মে নিযুক্ত নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হবে। বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে দেশের সকল নাগরিক সামাজিক সুরক্ষার সাধারণ সুবিধাপ্রাপ্ত হবে ।

২) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের ক্ষেত্রে ভবিষ্য তহবিল, কল্যাণ তহবিলে অনুদান এবং অবসরজনিত সুবিধাদি বিধিবদ্ধভাবে প্রাপ্যতা কার্যকর করা হবে।

৩) বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য কার্যকরী ও বাস্তবমুখী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে (বীমা, ভবিষ্য তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদান) সহজ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ খাতের সকল শ্রমিক কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন পরিচালিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় নিবন্ধিত হবেন এবং প্রত্যেক শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা সংশ্লিষ্ট তহবিলে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করবেন। নিয়োগকর্তা ও কর্মস্থল পরিবর্তিত হলেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

৪) জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির জন্য কর্মসংস্থান বীমা এবং কর্মক্ষম ও কর্মে ইচ্ছুক অথচ কর্মহীন জনগোষ্ঠীর জন্য বেকার ভাতার স্কিম প্রচলন করা যেতে পারে।

৫) মুক্ত পেশাজীবী/Freelance Worker-দের উন্নয়ন ও সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৮ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: বাস্তবায়ন মনিটরিং ও সমন্বয়

১) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২ একক কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য হবে না। এটি হবে কর্মসংস্থানের জন্য অবদান রাখা সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নীতি/কৌশলের সমন্বিত রূপে প্রণীত দলিল। বাংলাদেশে সকল কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে পেশাদারী মানসিকতা সৃষ্টির প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কৌশল প্রয়োগ হবে অন্যতম হাতিয়ার।

২) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২ বাস্তবায়নের জন্য একটি Master Plan প্রস্তুত করা হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হবে।

৩) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করা হবে, অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রয়োজনে বাস্তবায়ন কৌশল সমন্বয় করা হবে।

৪) জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত অন্যান্য পরিকল্পনাসমূহ ও জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করে উভয়ের বাস্তবায়নে পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫) জাতীয় মানবসম্পদ দক্ষতা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নীতি/কৌশল বাস্তবায়নে এ নীতি পরিপূরক হবে।

৬) জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট Master Plan এর আলোকে (i) Activity timeline (ii) Action Plan (iii) Review & Monitoring Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২২ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে নিম্নবর্ণিত কৌশলপত্র ও নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে। যথা:

(ক) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়ন কৌশলপত্র প্রণয়ন;

(খ) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন;

(গ) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন এবং

(ঘ) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নির্দেশিকা।

৪.৯ বৈদেশিক কর্মে নিয়োগ

১) নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ উপযুক্ত যুৎসই বৈদেশিক কর্মে সহজে নিয়োগের উদ্দেশ্যে পৃথক নীতি প্রণয়ন করা হবে যা এই নীতির সম্পূরক বলে গণ্য হবে।

২) বৈশ্বিক শ্রম বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি গড়ে তোলা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd